চারুবিচার।

প্রথম ভাগ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

চিৎপুর রোড্ ২৪৬ সংখ্যক ভবন।

☞ এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি উক্ত যন্ত্রাগারে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ শরণং।

বিজ্ঞাপন।

এই অবনী মণ্ডল নিবাসি মানবগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলবান বিদ্বান অথবা বিপুল বিত্তাধিকারী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, কেহ কেহবা অবল অজ্ঞ ও অধন হইয়া অতি কষ্টে নিকৃষ্টা বস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন ইহার মূল কারণ কি? এই উদ্দেশে অদৃষ্টবাদী, গ্রহবাদী, উদ্যোগবাদী, এবং ঈশ্বরেচ্ছাবাদী, এই চারি জনের পরস্পর বিচার এবং তাহাদের আপন আপন মতপোষক এক একটী গল্প দিয়া পরিশেষে পর্ব্বতাসন এক জন যোগী মহাপুরুষ দ্বারা তাহা স্থিরীকরণ করত, "চারুর্ব্বিচার" নামে, বঙ্গভাষায় এক খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিয়া সজ্জন সমাজে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, পরে ভাদিয়া গ্রাম নিবাসী পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় এই উভয় মহোদয় আমার ঐ সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিবার মানসে ভূয় ভূয় উৎসাহ প্রদান করেন।

বিশেষতঃ তাল্না গ্রাম নিবাসী গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাতিশয় অনুগ্রহ ও উৎসাহ প্রদানে উত্তেজিত সঙ্কল্প হইলাম, উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্ত্বোপদেশ নামে এক খণ্ড অভিনব প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রীয় সার সংগ্রহ করাতে জনগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহাদের অমূল্য উৎসাহ দানে পরম পুলকিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি, গুণজ্ঞ মহোদয় গণ আলোচনা দ্বারা অঙ্গীকার করিলে পরিশ্রমের সাফল্য অনুভব করি কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু।

পারাজ। সন ১২৬৬ সাল। ১লা, বৈশাখ। — শ্রীব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

চারুবিচার।

যুক্ত ত্রিবেণীর তীরবর্ত্তী পরম প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগ নগরে বৈশ্যকুলচন্দ্র জগচ্চন্দ্র নামে এক নরেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার সাত সহোদর ও যাদব মাধব নামে দুই সন্তান ছিল। রাজানুজগণ জ্যেষ্ঠের রাজ্যপালনে অসন্তুষ্ট হইয়া, সংগোপনে সম্রাটের সমীপে তদীয় অযোগ্যতা জন্য অযশঃ কীর্ত্তন করিয়া রাজ্যাধিকার অধিকার করণাভিলাষ প্রকাশ করেন। রাজা বিবিধানুসন্ধান দ্বারা ভ্রাতৃগণের অসদভিসন্ধি অবগত হইয়া, তাহাদের শাসনে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাঁহারাও আপন আপন ইষ্ট সাধনে সচেষ্ট হইয়া তদনুষ্ঠেয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই বিরোধানল ক্রমে ক্রমে উল্বণ হইয়া রাজার সমস্ত বিষয় সম্পত্তিকে বিলুপ্ত করিল। পরিশেষে অপরিমিত কষ্ট সহকারে অষ্ট সহোদরে অকালে এককালে কালকবলে পতিত হইলেন। তদনন্তর যাদব ও মাধব বিষয় সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া গৌর

গোবিন্দ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ-নন্দনের সহিত প্রণয় পরামর্শ করত চারি জনে প্রবাসার্ণবে দেহপোত অর্পণ করিলেন। পদব্রজে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তাদি প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া, সিন্ধু নদ সান্নিধ্য আশ্রমশূন্য এক নিবিড় মহারণ্য মধ্যে উপস্থিত হইলেন। একে সুকুমার রাজকুমার কখনও নিত্যধৌত সুচিক্কণ প্রাঙ্গণ ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ অমসৃণ কঠিন ভূমি ও প্রস্তরময় পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে হইল, সুতরাং কষ্টের আর পরাকাষ্ঠা রহিল না। এইরূপে দিনপাত করেন, একদিবস মধ্যাহ্ন কালীন ভাস্করের প্রখরতর কিরণে কুমুদিনীরন্যায় তাঁহাদের বিমল মুখ ম্লান হইয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সঙ্গে খাদ্যসংস্থান কিছু মাত্র না থাকাতে অনাহারে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সকলে নিকটস্থ এক বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া সুশীতল বায়ু ও সুমধুর বারি সেবনে শ্রম দূর করত শিরশ্ছদ বস্ত্রাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আপন আপন দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। এমত সময়ে যাদব কহিলেন, দেখ বন্ধুগণ, জগন্নিয়ন্তা জগৎপাতা জগদীশ্বরের কেহ অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ নাই, তবে আমরা আজন্ম অধনতা নিবন্ধন অসহ্য এত কষ্ট কেন ভোগ করিতেছি, অবশ্যই ইহার একটি মূলীভূত কারণ থাকি-

বেক, কেননা আরো দেখিতেছি, এই বিশ্ব সংসারে কেহ দাস দাসী সন্তান সন্ততি লইয়া অতি উচ্চতর মনোহর প্রাসাদোপরি উপবেশন পূর্ব্বক পোষ্য প্রতিপালনে পরিতুষ্ট হইয়া অহর্নিশ হাস্যমুখে সুখে ধন সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছে। কেহ বা আপন উদর পরিজন ভরণ পোষণে অপারগ হইয়া, পশ্বাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে জীর্ণ-পর্ণশালায় শীর্ণ কলেবরে অনাহারে পতিত রহিয়াছে। অতএব আইস পরস্পর পর্য্যা-লোচনা করিয়া অগ্রে ইহারই যথার্থতা ধার্য্য করি পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য করিব। প্রয়োজনোদ্দেশ্য ভিন্ন বনে বনে ভ্রমণ করা অস্মৎ পক্ষে বিধেয় নহে, যেহেতু তাহাতে অনিষ্ট ঘটনারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাদবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সক-লেই সসন্তোষে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব মত সংস্থাপনে প্রবর্ত্ত হইলেন।

মাধবের উক্তি।

আমি বলি সাংসারিক সুখ দুঃখ ও লাভালা-ভাদির মূল কারণ অদৃষ্ট। যেহেতু পরম প্রামাণিক পুরাতন পুরাণাদি শাস্ত্রে লেখা আছে, "স্বস্বাদৃষ্টেন সর্ব্বেপি ফলভাজঃ শরীরিণঃ।।" শরীরি অর্থাৎ জীব-

গণ আপন আপন অদৃষ্টানুসারে ফলভোগ করে সুতরাং জন্মান্তরীণ সদসৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফল স্বরূপ বিধি কর্ত্তৃক যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে কালক্রমে তাহাই ফলিত হইবে তদতিরিক্ত কোন ক্রমেই হইবে না। অতএব আমরা আপন আপন দুরদৃষ্টানুসারেই যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, ইহার আর সন্দেহ কি আছে। আর এ বিষয়ে অস্মদাদির কথা কি, হরি হর বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণও নিয়তির বশবর্ত্তি, কবিবাক্য যথা "ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" আমি অদৃষ্ট পোষক শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করাইতে পারি, কিন্তু কবি রচিত কতকগুলিন ছন্দোবন্ধযুক্ত সংস্কৃত বচন শ্রবণ করিলেই যে সকলের সংশয় দূর হইবে এমত নহে। অতএব তার্ক্ষ্যবাহন ব্রাহ্মণের অবস্থা বিষয়ক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন উক্ত আখ্যায়িকা এতদ্বিষয়ের এক উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল।

রাঢ়দেশে বিষ্ণুপুরাখ্য গ্রামে, বেদজ্ঞ ধর্ম্ম পরায়ণ তার্ক্ষ্যবাহন নামে, এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার জগদানন্দ নামে নন্দন ও চিন্তামণি নাম্নী এক পত্নী ছিল। ব্রাহ্মণ অতি দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত ভিক্ষোপজীবী, বহু যত্ন ও কষ্ট সাধ্য ভিক্ষান্নে আপন পরিজন প্রতিপালন, ও নিত্যকৃত্য যথাসাধ্য পূজার্চ্চনা

আতিথ্যাদি করিয়া স্বধর্ম্ম সংযোজনে দিন যাপন করেন। দৈব দুর্ব্বিপাকক্রমে একদা ব্রাহ্মণের বাম পদে আঘাত লাগায় চলচ্ছক্তির ব্যাঘাত হইয়া উঠিল, আর গমনাগমন করিতে পারেন না, পুর্ব্ব সঞ্চিত সংস্থান কিছু মাত্র নাই সুতরাং সংসার চলা সুকঠিন হয়। একারণ তার্ক্ষ্যবাহন একদিন পান ভোজন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি বিসর্জ্জন করত নির্জ্জনে আসীন হইয়া বিষন্ন মনে ম্লান বদনে চৈতন্য রহিতের ন্যায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এমত সময়ে পতিপ্রাণা চিন্তামণি স্বামির মনস্থ সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমীপে সবিনয়ে বাণী বিন্যাসে প্রবর্ত্ত হইলেন। “প্রভো এমন হইলেন কেন? সেবাদাসী নিযুক্ত রহিয়াছে, ভাবনা কি? জগদীশ্বর যখন আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই পালন করিবেন। এই সংসারে অনাহারে অবস্থিতি করিয়া কে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব বৃথা ভাবনা করিবেন না। অদ্য আমি অরণ্য হইতে এই সকল অশনীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছি ভোজন করুন, পরে বল প্রাপ্ত হইলে উপজীবিকার অন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ ও অবলম্বন করিবেন। কালপ্রাপ্ত হইলেই কপাল ফলিবে।” ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নীর এই প্রিয় উপদেশ গর্ভ বচন শ্রবণানন্তর

হর্ষবিষাদে তদ্দত্ত ফল মূল ভোজন করিয়া হস্তে যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক গ্রাম পর্য্যটনে গমন করিলেন। ইতি-মধ্যে তদ্দিকে তত্রত্য ভূস্বামী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বৈকালিক শীতল সমীরণ সেবনার্থে আগমন করিয়া-ছেন, অবলোকন করিয়া তার্ক্ষ্যবাহন হস্তযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন৷ রাজা প্রণাম করিয়া বিপ্রকে আহ্বান করত তদীয় আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অমাত্যকে কহিলেন, " এই দীন হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য, অতএব অদ্য ইঁহাকে বিংশতি বিঘা ভূমি লিখিয়া দেও তাহার উপস্বত্ব হইতে অনায়াসে সুখে প্রতিপালিত হইতে পারিবেন।" মন্ত্রী, রাজাজ্ঞানুসারে ত্বরায় তৎকর্ম্ম সমাধা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনাতিরিক্ত বিত্তপ্রাপ্তে পরমপরিতোষ লাভ করিয়া তদবধি অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খলারূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। তাঁহার এই একটি অনিবার্য্য নিয়ম ধার্য্য ছিল যে কোন প্রকারে হউক মাসে মাসে এক একটি টাকা সঞ্চয় করিয়া আশ্বিন মাসে দুর্গতিনাশিনী জননী দুর্গা দেবীর উপাসনা করিতেন। এই রূপে কতিপয় বর্ষ অতিপাত হইলে একবর্ষ বর্ষাকালীন বন্যার প্রবল প্রবাহে তাঁহার সমস্ত ভূমি বালুসাৎ হইল। আর তাহাতে ভবিষ্যতে শস্যাদি উৎপন্ন হই-

বার সম্ভাবনা রহিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুনঃ পূর্ব্ববত কষ্ট নিকট হইল দেখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে তত্রত্য একজন সধন ভূসুরের শিবালয়ে নিত্য চণ্ডী পাঠে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাহাতে প্রত্যহ অর্দ্ধ তাম্রমুদ্রা করিয়া দক্ষিণা অবধারিত হইল। তন্মধ্যে চতুর্থাংশ শারদীয় মহামায়ার পূজার নিমিত্ত পৃথক রাখিয়া অপর সমস্ত সংসার নির্ব্বাহার্থে সহধর্ম্মিণীর প্রতি অর্পণ করেন। এই রূপে কষ্টসৃষ্টে বর্ষাকাল অতি-পাত করিয়া আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষীয় ষষ্ঠী দিবসে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী আনন্দময়ীকে আলয়ে আনিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং ব্রহ্মময়ীর দশভুজা মূর্ত্তি এক চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া-ছেন। আয়োজন আর কিছুমাত্র নাই, কেবল ঐ আহ্নিক সঞ্চিত কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বাদশ মুদ্রা সম্বল। তদ্দ্বারা যথাযোগ্য আতপতণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া তিন দিবস পূজার্চ্চনা করিলেন। দশমী দিবসে প্রত্যূষে একজন সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর আবাসে প্রতিমা দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়া দর্শন করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! "আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবসা-ন্নিধ্যমৃচ্ছতি।" উত্তমরূপে নির্ম্মাণ হইলেই দেবতার সন্নিধান হয়। ইহাদেরি পূজা করা যথার্থ, দেখ দেখি, জননীকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করত স্বর্ণ সিংহাসনে

উপবেশন করাইয়া মনের সাধে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া আপন আপন মানস পূর্ণ করিয়াছে। যাহা হউক আমি আর গৃহে যাইব না অর্থ ভিন্ন গৃহস্থের ধর্ম্মোপার্জ্জন হওয়া সুকঠিন, অতএব অগ্রে অর্থেরি সাধন করিব। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া একাকী এক নিবড় নির্জ্জন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দেবাদি দেব মহাদেব যোগেশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আশুতোষ ব্রাহ্মণের একাগ্রতা দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে সর্পাদি ভূষণ সহিত দিগম্বর বেশে দর্শন দিয়া কহিলেন "বরং বৃণু" বর লও, বিষয় তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণ স্বাভিমত ভাব প্রকাশ করিয়া সামান্য অর্থ প্রার্থনা করিলেন। পশুপতি হাস্যমুখে তথাস্ত বলিয়া আদেশ করিলেন, তুমি কল্য অরুণোদয়ে বারাণসী নগরবাসী কুবেরাংশ-সম্ভূত সদানন্দ সদাগরের ভাণ্ডারে যাইয়া এক যামাবসরে যত ধন গ্রহণ করিতে পার লইবে। এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। পরে ভূতনাথ নিশীথ সময়ে সদাগরের শয্যাপার্শ্বে আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে এক প্রহরের নিমিত্ত কোষাগার খুলিয়া দিতে স্বপ্নাবেশে আদেশ করিলেন। সদাগর এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনা-

স্বর সুপ্তোত্থিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞানে নিশাবসানে দ্বারদেশে গিয়া ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এবারে গৃহে গিয়া মনের সাধে মহামায়ার পূজা করিব। এইরূপ নানা মত মনরাজ্য করিয়া রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই সদাগরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শিবাদেশানুসারে সদানন্দ সমাদরে আগ্রহ করিয়া অবিলম্বে দুইজন দ্বারবান ও ভাণ্ডারির সহিত ব্রাহ্মণকে কোষাগারে প্রেরণ করিয়া নিজ ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, এক প্রহরের নিমিত্ত ইনি, যত বিত্ত লইতে বাসনা করেন লইবেন। ব্রাহ্মণ ভাণ্ডাগারে উপস্থিত হইয়া বিস্ময় বিকশিত লোচনে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া মধ্যস্থলে থলিপূর্ণ অগণ্য সুবর্ণ রজত মুদ্রার তোড়া সকল স্তরেস্তরে স্তূপাকারে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহা হইতে এক একটি তুলিতে ও খুলিতে লাগিলেন। তখন আশা রাক্ষসী ব্রাহ্মণকে সবলে আসিয়া আক্রমণ করিল, আর কি মানস কলস পূর্ণ হয়। মোহরের তোড়া অন্বেষণ করিতে করিতেই সময় বহির্ভূত হইল। এখানে প্রভুভক্ত ভৃত্যগণ অনুক্ষণ বেলা প্রদর্শক যন্ত্র প্রতি ঈক্ষণ করিতেছে প্রহরান্ত হইল দেখিয়া তন্মধ্যে এক জন দ্রুতগতি স্বামীর সমীপে

উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, আপনকার আদিষ্ট কাল গত হইয়াছে ব্রাহ্মণ এপর্য্যন্ত কিছু মাত্র গ্রহণ করেন নাই। সদাগর শ্রবণান্তে, উত্তম, শিবাজ্ঞা প্রতিপালন হইয়াছে, এক্ষণ স্বয়ং আর চারি দণ্ড অবসর দিলাম এই সময় অতীত হইলে তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবে। দ্বারপালগণ, উক্ত ক্ষণ, অপেক্ষা করিয়া, ভীষণ গম্ভীর স্বরে "কাঁহাকা ব্রাহ্মণ জল্‌দি নিকালো" বলিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ শ্রম বিফল হইল দেখিয়া দ্বার তোরণপার্শ্ব বেদিকায় কতক গুলিন বিযুক্ত রজতমুদ্রা পতিত ছিল, তাহা হইতে অঞ্জলি প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ব্যতিব্যস্তে রাজপথে উপনীত হইলেন। গুণিয়া দেখেন, দ্বাদশ মুদ্রা মাত্র। তখন উচ্চৈস্বরে কপালোপরি করাঘাত করিতে করিতে কহিলেন "কপালঃ কপালঃ কপাল মূলং" এই কথা অতি যথার্থ। আমি যখন ভিক্ষা করিয়াছি তখনও বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্রা সঞ্চয় হইয়াছে, যখন চাটুপটু বাক্য বিন্যাসের দ্বারা রাজার প্রসন্নতা প্রাপ্ত হই তখনও তদধিক হয় নাই, কঠোর তপস্যাতেও তাহাই হইল, অতএব অদৃষ্টের লিখন কোন ক্রমেই খণ্ডন হয় না।

গৌরের উক্তি।

দেখ বন্ধু ত্বদীয় এই প্রস্তাবিত প্রবন্ধ অম্মন্মন প্রবোধক হইল না, তবে অদৃশ্য অভাব্য অভোগ্য ভাগ্যের কথা কেহ অবলম্বন করিলে সহসা তাহার উত্তর করা সুকঠিন হয়। কারণ যদি কেহ বলে অমুকের মহৎ এই ঔষধ দ্বারা আমি বিষম ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, তাহার উত্তর করিলেই হয় না, না, ওকি কথা, ঔষধের সাধ্য কি। তোমার কপালের লিখনানুসারেই আময়াবসান হইয়াছে। এইরূপ প্রায় অনেক স্থানেই ঘটে, কিন্তু আপন প্রবৃত্তির নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধি পরিচালনপূর্ব্বক শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিয়া বিচার করিলেই যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ হয়। দেখ ত্বদীয় অভিমত মত আশ্রয় করিলে বেদ বিহিত চিকিৎসা বিধান নিদান ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্ব্বিত্ত পণ্ডিত প্রণীত কাল ক্ষণ প্রদর্শিকা পাঞ্জিকা প্রভৃতির প্রয়োজনাভাব হইল। কেননা জীবগণ যদি ভাগ্য জনিকা ক্রিয়া ভোগ করে অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে কালে কালে ক্ষণে ক্ষণে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয় তবে আর বারবেলা কালবেলা শুভাশুভ ক্ষণ ঈক্ষণ গ্রহ দিগের বলাবল বিবেচনা, অশুভ গ্রহের উপশান্তির নিমিত্ত

প্রায়শ্চিত্ত ও স্বস্ত্যয়নাদি কেন করিতে হইবে। অতএব অদৃষ্ট কারণ নহে, আমি বলি যখন জন্মকালীন গ্রহ স্থিতির বিচার দ্বারা অমুক কালে আমার সুখ অমুক কালে আমার অসুখ হইবে, অমুক কালে আমি রোগী, অমুক কালে আমি অরোগী হইব ইহা প্রকাশ পাইতেছে, তখন সাময় নিরাময়াজ্ঞ বিজ্ঞ সধনা ধনতা নিবন্ধন সুখ দুঃখের মূল কারণ দেশকাল ক্ষণের সহিত গ্রহগণ, উত্তম স্থানে উত্তম সময়ে সন্তান ভুমিষ্ঠ হইলে শুভ গ্রহ সকল সহায় হইয়া সর্ব্বদা তাহাকে শুভ ফল প্রদান করে। যাহার জন্মকালীন লগ্ন স্থানে চন্দ্র সবলে অবস্থিতি করেন্ সে বিদ্যাবান, সুখী, ও বহু বিত্তের অধিপতি হয়। যদি বল যে সন্তানাদির উত্তম ক্ষণে জন্ম গ্রহণেরও কারণ সুকৃতি, তাহা সম্ভব ও যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু স্ত্রী পুরুষের সহযোগ সম্মিলনে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হয়। অতএব তাঁহারা অসময়ে পুত্রোৎপাদন করিলে অশুভক্ষণে ভুমিষ্ঠ হইবে, রতিশাস্ত্র বিহিত নিয়মানুসারে শুভক্ষণে, সন্তান উৎপন্ন করিলে শুভক্ষণে ভুমিষ্ঠ হইবে। এবিষয়ের অধিক বিচার, সে সকল কথায় সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, আমি একটি গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর তাহা হইলেই সংশয় দূর হইবে।

এক বর্ষ শারদীয় পৌর্ণমাসী নিশির নিশীথ সময়ে নিশানাথ নির্ম্মল রশ্মিপ্রভাবে অবনীর অর্দ্ধ ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়াছেন, মলয়ানিল উত্তরাভিমুখে মন্দ মন্দ বেগে গমন করিয়া কুসুম সুগন্ধ বিস্তারে জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, এমত সময়ে ত্রিলোকনাথ সুদর্শনপাণি নারায়ণ নিজ পত্নী লক্ষ্মীর সহিত, এই নরলোকোপরি ব্যোমমার্গে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া বিশ্বপুর নিবাসী প্রজাপুঞ্জের অবস্থা অবলোকন ও তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছেন। কমলা অনাথনাথ জনাথ প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে স্বামীন্! ঐ তটিনীতট নিকটবর্ত্তী নগরীতে নাকনায়ক নিকেতন সদৃশ ও কাহার হর্ম্ম্য, আর উহার সম্মুখে বরাহ বাসোপযোগ্য অতি কদর্য্য ঐ কুটীর বা কার। নারায়ণ অবলোকন করিয়া কহিলেন ঐ ধবল গিরি ও রজত প্রভার ন্যায় যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে ও তারাপুর নগরী পবিত্রকারি ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাজা চিত্রসেনের প্রাসাদ উহার পুরোবর্ত্তী ঐ কুটীরাশ্রমে বহুশাস্ত্রজ্ঞ শিবশর্ম্মা নামক একজন অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ আপন সধর্ম্ম চারিণীর সহিত বাস করেন। লক্ষ্মী কহিলেন, একি নাথ, তবেত ত্বদীয় বিশ্বরাজ্যের বিশৃঙ্খলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞ সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণ নির্দ্ধন হইয়া,

অনাহারে অতি জঘন্য স্থানে অবস্থিতি করিয়া দিন যাপন করিতেছে, আর শস্ত্রধারী নৃসংশ পুরুষ সমা- গরা ধরিত্রীর অধিপতি হইয়া পরমানন্দে উপভোগ্য বস্তু সকল সম্ভোগ করিতেছে, এ অতি আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক ব্যাপার? সে যাহা হউক এক্ষণ আপ- নাকে এই দীন হীন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দুঃখ মোচন করিতে হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। নারায়ণ কহিলেন, সে কি প্রিয়ে! এ কর্ম্ম সহসা কি রূপে সম্পন্ন হইবে। জগৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নিয়মসূত্রে আবদ্ধ, চক্রগতির ন্যায় চলিতেছে, তুমিও কি তাবৎ বিস্মৃত হইলে, তোমার সঙ্গিনী সহচরী তিনি মর্ত্তীয় জনগণের গৃহ লক্ষ্মী তিনি শুভগ্রহানু- গামিনী, অর্থাৎ শুভগ্রহগণ যখন যথায় যে পুরু- ষকে প্রাপ্ত হন উনিও তৎক্ষণাৎ তথায় তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া নিজ গমনজন্য কার্য্য যথা- যোগ্য ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ করেন, উহাঁর অলক্ষ্মী নাম্নী একটি ভগ্নি আছে, সে সর্ব্বদা শন্যাদি অশুভগ্রহ সহ- বাসিনী, সুতরাং গৃহস্বামী শনিরদশাগ্রস্ত হইলে তা- হার আলয়ে অলক্ষ্মী আগমন করিয়া আপন প্রিয় কলহাদি আলী এবং অপবিত্র পুত্র দ্বারা অগ্রে গৃহ- লাবণ্য ও ঐক্যতা নিবন্ধন যুত শ্রেণী ভ্রষ্ট করে পরে সদা সর্ব্বদা নাই নাই শব্দোচ্চারণ রূপ নিস্ব-

নিশান পুরবাসীগণের বদনাকাশে প্রকাশ পায়, তৎকালে ক্লেশের আর পরিসীমা থাকেনা, শিব শর্ম্মা একে বিষয় বাসনা বিমুক্ত সাধুসঙ্গাভিলাষী হইয়া বিদ্যানন্দ রসাস্বাদন করিতেছে, তাহাতে আবার জন্ম লগ্নানুসারে শনির অন্তর্দ্দশা উপস্থিত সংপ্রতি কিরূপে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া বিষয়ানন্দ সম্ভোগ করিবে, কিন্তু দেখিতেছি, অত্যল্প কালগতেই মঙ্গলের দশা, তখন ঐ শুভগ্রহই স্বয়ং শিবশর্ম্মার শিবসাধন করিবে, আগত মধুমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি প্রাপ্তে রজনী প্রত্যাগমনকালে অবলোকন করিবে ঐ কুটীরাধিষ্ঠিত স্থানে চারিতরে নির্ম্মিত সপ্ত প্রকোষ্ঠ অট্টালিকা, ব্রাহ্মণ তাহার প্রকাশ্য নিষ্কাশে সিংহাসনোপরি উপবেশন করিয়া অনাথ দীন দরিদ্রদিগে অর্থ বিতরণ করিতেছেন, দ্বারসম্মুখমার্গে স্থানে স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য মুণ্ডিত নরযান, চারুচর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্ব শকট এবং সুসজ্জিত মাতঙ্গ তুরঙ্গ সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিয়া প্রস্থান করিলেন, বিষয়তৃষ্ণার্ত্তা ব্রাহ্মণী অর্দ্ধ রজনীতে আকাশ নিনাদের ন্যায় এতাবৎ দৈব পরামর্শবাণী শ্রবণ করনানন্তর সহর্ষে আস্তে ব্যস্তে আপন স্বামিকে উঠাইয়া আনুক্রমিক আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, তাঁহাদের উভয়ের বাক্যালাপ

ভাব ভঙ্গিতে আমার বোধগম্য হইতেছে। বৈকুণ্ঠ বি-হারি নারায়ণ আপন প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সহিত আগমন করিয়াছিলেন, অতএব অনুমান করি, আর আমাদের ধন কষ্ট থাকিবে না, ব্রাহ্মণ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া ও সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, অথবা তুমি অতি অল্পমতি যুবতী বিষয়তৃষ্ণায় সর্ব্বদা ব্যাকুলা বায়ু বৃদ্ধি জন্য স্বপ্ন দেখিয়াছ, এই বলিয়া পুনঃ শয়ন করিলেন।

ব্রাহ্মণী বিমর্শান্বিতা হইয়া কতিপয় দিবস অতি-পাত করিলে ব্রাহ্মণের মঙ্গলের দশা উপস্থিত হইল ঐ দিন অরুণোদয়ে রাজলক্ষ্মী ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশ করিয়া সংগোপনে ব্রাহ্মণীকে ডা-কিয়া কহিলেন, দেখ বাছা, আমি তোমার দুঃখ দেখিয়া আসিয়াছি, একটি ব্রতানুষ্ঠান বলি যদ্যপি যাজন করিতে পার, তবে তোমাদের যথেষ্ট ধন-ধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য হইবে, ব্রাহ্মণী কহিলেন মা, বল বল, আমি স্বামিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাই করিব ?।

লক্ষ্মী কথিত ব্রতানুষ্ঠান।

পবিত্র রাখিবে বাটী করে পরিপাটী।
বসন পরিবে সাদা রক্ত পেড়ে শাটী॥

অপবিত্র দ্রব্য কভু করোনা ভক্ষণ।
নিশিতে জ্বলিবে আলো জাগ যতক্ষণ॥
নির্জ্জনে আসন এক করিবে স্থাপন।
লক্ষ্মী আসি তদুপরি দিবেন চরণ॥
অন্যথা করোনা বাছা হবে তব শিব।
অদ্য আমি চলিলাম পরশ্ব আসিব॥

পরে ব্রাহ্মণী সে দিন পূর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া অল্পে অল্পে সম্পন্ন করত সমধিক পরিশ্রম সহকারে সুচারুরূপে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া একখণ্ড প্রশস্ত কদলীপত্রে পরিবেশন পূর্ব্বক স্বামী সমীপে দিলেন। শিবশর্ম্মা পরম প্রীতমনে অন্নভোজন করিয়া প্রাঙ্গন পার্শ্ববর্ত্তি একটি বৃক্ষ বেদিকাপৃষ্ঠে বল্কল শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন, এমত সময়ে ব্রাহ্মণী নিকটস্থ হইয়া করে করে ঘর্ষণ করিতে করিতে বিনয় বচনে কহিলেন, দেখ নাথ, অদ্য অরুণোদয়ে একটি অরুণবর্ণা দন্তহীনা প্রাচীনা ব্রাহ্মণী আসিয়া আমাকে এই এই সকল কথা কহিলেন, অনুমতি করেনত তদনুষ্ঠান করি। শিবশর্ম্মা শ্রবণ মাত্র অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কম্পিত কলেবরে কর পল্লব সঞ্চালন্ পূর্ব্বক নানা, নানা, না, সেই ধর্ম্ম-নাশিনী পাপকারিণী কামিনীকে কোনক্রমে আলয়ে আসিতে দিবে না, আমি বেস বুঝিয়াছি, সে এই

রাজলক্ষ্মী, সেই পাপীয়সীকে একবার গৃহ প্রবেশ করিতে দিলে পরিশেষে আমাদিগে অশেষ বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, আপাততই আমার এই সুশান্ত অন্তঃকরণকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া দিবে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, ব্রাহ্মণী সম্মুখে পতিবাক্যের কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, অভিমানে অবগুণ্ঠন আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধস্বরে ও লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী আসিবেন কেন, আমার যেমন লিখন তেমনি ফল হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বলিতে কুটীর প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, উনিত অঙ্গীকার করিলেন না, আমি আগত কল্যাবধি সংগোপনে তাঁহার আসন সংস্থাপন করিব, পরদিন প্রত্যূষে তাহাই করিলেন এবং লক্ষ্মী তৎপর দিবসে সেইরূপে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন, ক্রমেং সেই কুটীরেতেই একটি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, এইরূপে কিছুকাল গত হয়, পরে ব্রাহ্মণী প্রত্যহই অর্থ প্রার্থনাজন্য পতিকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত স্ত্রীকে অধিক তাড়না বা তিরস্কার করিতে পারিতেন না, একারণ এক দিন মনে মনে স্থির করিলেন, আমি সাহস অবলম্বন করিয়া রাজ সমীপে কোন অবৈধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিব

তাহাতে রাজা কিছু দিনের নিমিত্ত অবশ্য কারা-রুদ্ধাদি কোন বিশেষ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা হইলে সেই ভয়ে কস্মিন্‌কালে ব্রাহ্মণী এমত কথা আর মুখে আনিবেন না, এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত বেগে রাজভবনে গমন করিলেন। ভূপতি উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভাসদ্ব-গের সহিত সদালাপ ও সদ্বিচার করিতেছেন, এমত সময়ে শিবশর্ম্মা সহসা করশাখা প্রসারণ পূর্ব্বক নরনাথের মস্তক মুকুটোপরি চপেটাঘাত করিলেন, মুকুট ভূতলে পতিত হইল, রাজা অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের এই অসদৃশ ও অবৈধ ব্যাপার অবলোকনানন্তর সকম্প শরীরে গভীর স্বরে নাজীরের প্রতি আদেশ করিলেন, এই ব্যক্তি কে, কোথায় হইতে আইল কোন জাতি, পরিচয় লইয়া অদ্য অপরাহ্লেই ইহাকে শূলে বিদ্ধ করিবে। নাজীর তদনুসারে মধ্যাহ্ন যাপন জন্য তাঁহাকে পদাতিকের সহিত কারাগারে প্রেরণ করিতেছেন, এমত সময়ে মঙ্গল গ্রহ, ও-হো-হো আমরা দশায় থাকিতে ব্রাহ্মণের এমত দুশা হইবে কেন, এই বলিয়া এক ভীষণ বৃশ্চিক-বেশ ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে মুকুট অন্তরালে প্রবেশ করিল, অমাত্য সহসা সভা কুট্টিম হইতে পতিত মুকুটোত্তোলন করিয়া নরেন্দ্রের নয়ন গোচরে ধারণ করিলেন। রাজা

গ্রহণ মাত্র তন্মধ্যে বৃশ্চিকদর্শনে চমৎকৃত হইয়া ত্বরায় ভূমি নিক্ষিপ্ত করিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, শীঘ্র সেই অভ্যাগত প্রত্যুৎপন্নমতি নিরপরাধি ব্যক্তিকে এই স্থানে আনয়ন কর। আদেশ মাত্র তৎক্ষণাৎ তথায় আনীত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা না করিতে করিতে ভৃত্য পরম্পরায় অবগত হইলেন, বহু শাস্ত্র পারদর্শী মহর্ষিগণ গণ্য প্রতিবেশী শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ সে এই, রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি অনুমান করি, আপনি সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন নতুবা এরূপ দৈবঘটনা গণন দ্বারা কিরূপে স্থির করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সে সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছা, আমি কিছুই জানিনা। রাজা ব্রাহ্মণের এই বিনয় বাক্যজ্ঞানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বহুমূল্য বারাণসী যুগ্মপট্ট বস্ত্রের সহিত সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন, ব্রাহ্মণ গ্রহণানন্তর বিদায় হইয়া হর্ষ বিষাদে আমি কি নিমিত্ত আসিয়াছিলাম কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কান্তার কাছে উপস্থিত হইয়া রাজ প্রাপ্ত পদার্থ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণী হাস্য-আস্যে সহর্ষে গ্রহণ করিয়া আপন প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা বাণী বিন্যাস পূর্ব্বক যেন সুখময় সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এইরূপ নানাক্রমে ক্রমশ উন্নতাবস্থায়

শরতকাল গত হয়, অগ্রহায়ণ মাসে রাজা শিবশর্ম্মাকে শত মুদ্রা বেতন নির্দ্ধারণে একজন প্রধান সভাসদ পদাভিষিক্ত করিয়া নিত্য আগত [illegible] আদেশ দিলেন। পরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজার প্রতিকূলে অবস্থিতি করিতেছি [illegible] অপালন করা উচিত [illegible] কি হইতে কি হইবে, এই মত চিন্তা করিয়া অগত্যা অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু মনে মনে রাজাকে কিরূপে কর্ম্মচ্যুত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইব [illegible] এক দিবস ভূপতি স্বগৃহে মদনমোহনের মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন প্রণামাদি করিয়া [illegible] যায় আহ্নিক এবং মধ্যাহ্ন ভোজন [illegible] পুর প্রবেশ মানসে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী সোপানা-রোহণ করিলেন। [illegible] ঐ সোপান সুকৌশলে নির্ম্মিত ও ধনুকাকারে স্থাপিত [illegible] মন্দিরের ভিত্তি অপরপার্শ্বে [illegible] এক অপ্রশস্ত জলপ্রণালী, রাজা ঐ সোপানোপরি পাদদ্বয় গমন করিয়াছেন, এমত সময়ে [illegible] বিদায় প্রার্থনা করিয়া [illegible] হইলেন। শিব-শর্ম্মা এই সুযোগ হইয়াছে যদ্যপি এই স্থান হইতে ধরণীপতিকে ধাক্কা দিই, তাহা হইলে আঘাতী হইয়া ঐ ঘরের মধ্যে পতিত হইবেন, সুতরাং ক্রোধ পর-বশ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বাতুল বলিয়া কর্ম্মচ্যুত

ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনোগত ভাব সর্ব্বাবয়ব আরূঢ় হইল, অমনি সবলে ভূপাল পৃষ্ঠদেশে উভয় করতল সংস্পার্শ করিয়া এক ধাক্কা দিলেন। রাজা গৃহমধ্যে পতিতাভিভূত হইয়া ঘূর্ণিত নয়নে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, এইক্ষণে ইহার পাদ পাণি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ত্বরায় শ্রীঘরে প্রেরণ কর। দাসগণ তদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইল, এমত সময়ে শুভ গ্রহগণ পূর্ব্ব মত ত্রস্ত ব্যস্ত আসিয়া সোপানকে চূর্ণ করত এক অসম্ভব শব্দের সহিত ভূমি নিক্ষিপ্ত করিল, যদ্যপিও রাজা পতনবেগাসুখে অত্যন্ত কাতর ছিলেন, তথাচ এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব অবোধগম্য ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সমস্ত বিস্মৃত হওত শিবশর্ম্মাকে ভূয়সী প্রশংসার সহিত সপ্ত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা এবং যুগ্ম যুগ্ম তুরঙ্গ মাতঙ্গ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক পাত্র প্রতি আদেশ করিলেন, এই সুবুদ্ধি সুচতুর ব্রাহ্মণ অদ্য আমাকে মৃত্যু হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, এ উপকারের সদৃশ প্রত্যুপকার কি দান দ্বারা করিব, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না অতএব সম্প্রতি উহাঁর বাসস্থান যমালয় সদৃশ প্রস্তুত করিয়া দেও, অমাত্য অত্যল্প দিবসের মধ্যেই রাজাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ কোনক্রমে আপন অভিলাষ পূর্ণ

করিতে না পারিয়া ভগ্নোদ্যমে বিষয় সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

কতিপয় বর্ষ গতে তাঁহার মঙ্গলের দশা গত হইলে, এক দিবস অপরাহ্ণে ত্রিতলার উপর পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ অতি কোমল সুখময় শয্যায় রাজ্ঞীর সহিত শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এমত সময়ে ভূপতি সুগন্ধ সমীরণ সেবনার্থে প্রিয় বয়স্য-গণের সহিত তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে উপনীত হইলেন। রাজকিঙ্কর গণের সতর্ককারিণী কণ্ঠধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র শিবশর্ম্মা ত্রস্তব্যস্ত প্রযুক্ত নৃপতি সন্নিকটে গমনোপযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে না পারিয়া গলদেশ লম্বিত এক খণ্ড মলিন উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গাবরণ করত ধরণীস্বামির সমীপস্থ হইয়া উভয়হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা তাঁহার ঈদৃশ অসভ্যতা সন্দর্শনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া [illegible] করিলেন, কোন কথা কহিলেন না। পরে উদ্যান মালীগণ বিবিধবর্ণের পুষ্পচয়ণ করণানন্তর পুষ্পস্তবক অর্থাৎ তোড়া প্রস্তুত করিয়া নরনাথের নয়নসরণীতে ধারণ করিল। রাজা তন্মধ্যে একটি কেতকী পুষ্প দেখিয়া হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কেয়া ফুল? শিবশর্ম্মা কেহ উত্তর দান না করিতে করিতেই

রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে কহিলেন, ধর্ম্ম অবতার এ কেয়াফুল। রাজা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, কহিলেন হাঁ! তোমার এত দূর আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পরিহাস কর উত্তম, এইক্ষণেই, ইহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছি, এই বলিয়া অঙ্গ রক্ষক এক জন অশ্বারোহিকে, আদেশ করিলেন, ইহাকে উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও, আর শীঘ্র সেনানায়ককে লইয়া আইস। শিবশর্ম্মার সংসারানল সন্তপ্ত চিত্তক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত বিষয়ানন্দবারি বরিষণ হওয়ায় বাসনা বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত কণ্টকে আকীর্ণ হইয়াছে সুতরাং ঐ পদার্থ আরোপিত বৃথা দোষকে দূর করিবার নিমিত্ত বিবিধমতে তদর্থ প্রকাশ ও অনুনয় বিনয় করিলেন, কোন ক্রমেই ভূপতির বিষম ক্রোধ সম্বরণ হইল না, অনুচরগণ এতদবলোকনানন্তর রাজাদেশানুসারে ব্রাহ্মণনন্দনের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার নয়নরঞ্জিত পুষ্পবন হইতে বহির্ভূত করিয়া দিল, এমত সময়ে সসজ্জে সেনানায়ক আসিয়া মহারাজ কি আজ্ঞা হয়? আদেশ করুন, ভৃত্য আগত রাজা কহিলেন, অদ্য রজনীতে অগ্নিশস্ত্র দ্বারা শিবশর্ম্মার অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া দিবে। ব্রাহ্মণ এতদ্বচন শ্রবণ করত দ্রুতগতি ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইয়া

কহিলেন, রাজা আমার প্রতি এই এই প্রকারে এই এই দণ্ড বিধান করিলেন, অতএব কি কর্ত্তব্য হয় বল, পরে পরামর্শ করিয়া সতর্ক যত্নে অপপার কতকগুলিন বহুমূল্য রত্ন গ্রহণ করিয়া উভয়ে দেশত্যাগী হইলেন।

গোবিন্দের উক্তি।

আমি তোমাদিগের মনগত মত ও উপন্যাস বড়-নাভিপ্রায় অবগত হইয়া অত্যন্ত অসুখী হইলাম তদ্দৃষ্টে অদৃষ্টই বটে, তুমি আবার গ্রহগণকে ধরিয়া আরো গ্রহ করিলে, যেমন প্রতিবিম্ব দর্শকে শিশু বালকগণ, সরোবরবারি মধ্যে সুধাকর ধারণ বাসনায় নিম্নদিগে হস্ত প্রসারণ করে, তোমাদের এ ভাবও তদ্রূপ হইতেছে। কোথায় বা শিশুগণের কর, কোথায় বা নিশাকর, তেমনি কোথায় বা ভূচর মনুষ্য দেহ, কোথায় বা গগণবিহারী গ্রহ, যে তাহার সহিত সম্বন্ধ হইবে। এতদ্বচনে আমি যে জ্যোতিষশাস্ত্রের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতেছি এমত নহে, ভাবগ্রহকর অগ্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমন্বয় করি। এতদ্দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্র দুই প্রকার, এক সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অপর ফলিত জ্যোতিষ, যদ্দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি

গতি ও দূরত্ব পরিমাণাদি নিরূপণ হয়, তাহার নাম সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ। এই সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ পৃথিবীস্থ সভ্যাসভ্য প্রায় সমস্ত দেশেই প্রসিদ্ধ ও আদরণীয়, আর জন্মকালীন তাহাদের স্থিতি গতি অনুসারে আমাদিগের শুভাশুভ ফল গণনা যদ্দ্বারা করেন, তাহার নাম ফলিত জ্যোতিষ, ইহা কেবল আমাদের দেশেই বিশেষরূপে প্রচার আছে, কিন্তু সর্ব্ব দেশ ও সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। এতদ্দেশীয় নবীন প্রবীণ প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিত পণ্ডিতগণ ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রকে নিরর্থক ও নিস্ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর আমাদিগেরও বিবেচ্য বটে, গ্রহগণ গগণোপরি চক্রাকারবর্ত্মে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মিতমতে আবর্ত্তন করিতেছে, আমরা অবনী মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছি, গ্রহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি যে তাহাদের স্থিতি গত্যনুসারে আমরা শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইব। যদ্যপি তাহা হইত অর্থাৎ গ্রহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিবদ্ধ থাকিত তবে এক সময়ে এককালে যত বালক বালিকাগণ জন্ম গ্রহণ করে, সকলেরই একাবয়ব, একাবস্থা এবং সুখ দুঃখ বুদ্ধি বিদ্যা ধনৈশ্বর্য্য সমান হইত। যখন দেখিতেছি এক লগ্ন এক যাত্রায় পৃথক ফল তখন কোন ক্রমেই গ্রহগণকে সুখ দুঃখ ঐশ্বর্য্যাদির মূল

কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এবং বুদ্ধিমানের পক্ষে তাহা বিধেয় নহে। ঈশ্বরাভিপ্রায়ে অবগাহন না করিয়া বিচার করিলে বিশ্বের বিন্দু বিসর্গ বোধ গম্য হইবার নহে। অতএব যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যকে হস্ত পদাদি ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি ও আর আর বিশেষ বিশেষ শক্তি যাহা পশ্বাদির নাই, তাহা প্রদান করিয়াছেন, তখন এতদ্দ্বারাই বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, মনুষ্যকে বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। দেখ জন্তুগণের মধ্যে যাহাকে যেমন উদ্যোগ করিতে হইবে তাহাকে তদ্রূপ হস্ত পদ অঙ্গুল্যাদি উপকরণ সহিত তন্নিষ্ঠ এক একটি শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হস্তীর বৃহৎ উদর তাহাকে উচ্চ তরু হইতে শাখা বিদারণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ভোজন করিতে হইবে, তন্নিমিত্ত তাহাকে দৃঢ় দেহ, বৃহদ্দন্ত ও সুদীর্ঘ শুণ্ড দিয়াছেন। তাহাদিগে বস্ত্রাদি পরিধান বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে না, এই নিমিত্ত শিল্পসাধন উপকরণ সূচ্যাদি ধারণোপযুক্ত অঙ্গ, উত্তম গৃহ নির্ম্মাণকারি বুদ্ধি শক্তি দেন নাই স্বেদজ মশক দিগের শরীর অতি ভঙ্গুর কোমলতর ও ক্ষুদ্র তাহারা কেবল পেয় রস রক্ত পান দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে বলিয়া তাহাদিগে তদুপযোগ্য অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড

চোষক শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। এবম্প্রকার সকল জন্তুকে যথাযোগ্য এক এক প্রকার অঙ্গ ও শক্তি দিয়া কেবল মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত ও বিবিধ শক্তি বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠরূপ সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজনীয় তাবত বস্তু তাঁহাদিগের পদতলস্থ মৃত্তিকোপরি সুকৌশলে সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায়ানুসারে মনোবৃত্তি চালনা পূর্ব্বক উদ্যোগ দ্বারা পরস্পর পদার্থ সকল সংযোগ করিলেই, ক্ষণে ক্ষণে এই অবনী মধ্যে অভিনব বস্তু সকল আবিষ্কৃত ও প্রত্যক্ষ হয়, এবং সকল বস্তুই আয়ত্তে আইসে, তখন অসুখ অনাটন খপুষ্পের ন্যায় আখ্যা মাত্র বোধ হয়, তাহা না করিয়া ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, পালন করিবেন অদৃষ্ট ও গ্রহগণ প্রসন্ন হন তবে দুঃখ দূর ও বিদ্যাধন উপার্জ্জন হইবে, আমাদিগের চিন্তা চেষ্টায় কি হইতে পারে, যাহারা এইরূপ নিশ্চেষ্ট হওত অবিধেয় সন্তোষ অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করে, তাহারাই অজ্ঞ ও অসুখী ও মূর্খ হয়, সুতরাং আজন্ম তাঁহাদিগের কষ্টের আর পরিসীমা থাকে না তন্নিবারণার্থে নীতি প্রদর্শক পরম হিতকারী আচার্য্যগণ হিতোপদেশাদি গ্রন্থে কতকগুলিন উপদেশ শাসন বাক্য গ্রন্থন করিয়াছেন। তদ্যথা, "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ

মুপৈতি লক্ষ্মী, দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি।” উদ্যোগী পুরুষ সিংহ সদৃশ, দৈবে প্রাপ্ত হয় কেবল কাপুরুষেরাই কহিয়া থাকে। তত্রৈব। “যথাহ্যে-কেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ। এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি॥” যেমন একচক্র দ্বারা রথের গতি হয় না, তদ্বৎ পুরুষকার ভিন্ন দৈব দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এসকল প্রমাণেইবা প্রয়োজন কি-দেখাই যাইতেছে, কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশু পক্ষী, উদ্যোগ ব্যতীত কেহই সুখ সম্পদের ভাগী হইতে পারে না। দেখ দেবতারা সমুদ্র মন্থনে অত্যন্ত অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে অমৃত পান করিয়াছেন। আর উদ্যোগ দ্বারা পশুদিগেরও সুখ প্রাপ্তি দেখা যায়, গ্রামমার্জ্জারগণ গাভী পোষে না, তথাচ কেবল চেষ্টাদ্বারা গৃহস্থের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যহ দুগ্ধ পান করে, অতএব সাংসারিক সুখ সম্পদ আরোগ্যাদি লাভের উপযুক্ত সাধন উদ্যোগ তাহা যাহার আছে সেই উপভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতেছে, আমাদের তাহা নাই, আমরা কষ্ট পাইতেছি। মঙ্গল এবং সৌভাগ্য উদ্যোগি ব্যক্তিদিগের প্রিয়সখার ন্যায়, কদাপি সঙ্গ ত্যাগ করে না, অতএব যাহারা আলস্য ও দীর্ঘসূত্রাদি শত্রুকে জয় করিয়া তা-হাদিগে দেহ দুর্গ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন তাহা-

রাই ধনবান বলবান সুখী ও যশস্বী তাঁহারাই সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, অতএব উদ্যোগ কর, উদ্যোগদ্বারা এই পৃথিবীতে কেহ রাজা হইতেছেন, কেহ বা অরোগী হইয়া দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া এক জন্মে আপন অবস্থার সহিত অবনীর কত প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন অবলোকন করিতেছেন অতএব উপযুক্ত উদ্যোগ করিয়া পরিশ্রম করিলে সংসারে এমত কর্ম্ম নাই যে তাহা সম্পন্ন না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের আবশ্যক রাখে না, যেহেতু সকলেই ভোগ করিতেছে তথাচ লক্ষ্মণ সিংহের সমরসাধন বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন ইহাতেও অনেক সংশয় নিরাকরণ হইবার সম্ভাবনা।

উত্তর ভারতবর্ষীয় পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তঃপাতি লক্ষ্মীপুর গ্রামে লক্ষ্মণ সিংহের জন্মস্থান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লক্ষ্মণের জনক জননী লোকান্তর যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাদৃশ সৎপরামর্শী সখা বা অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায় লক্ষ্মণ নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অনুক্ষণ অতলস্পর্শ অকূল ভাবনা-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। বিষয় সম্পত্তি কি রূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা জানিতেন না, একারণ তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিলেন

না। এই অবসরে অবসর পাইয়া অত্যাচারী অনুচর ভৃত্যগণ তাঁহার পুরুষানুক্রম সঞ্চিত সমস্ত ধন অপহরণ পূর্ব্বক সংগোপনে পলায়ন করিল। একে পিতা মাতা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে আবার বিষয়বিগত হইল, সুতরাং সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। একদা তিনি আপন দ্বারদেশে বসিয়া মনোমধ্যে মাতৃস্নেহ স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছেন এমত সময়ে একজন সদাশয় হিতৈষী প্রতিবেসী আসিয়া হিতোপদেশ স্থলে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি সুশীল সুবোধ হইয়া নিরর্থক কাল হরণ কেন করিতেছ; পরমেশ্বর তোমাকে যখন হস্ত পদাদি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন তখন তোমার কিসের অভাব আছে, তৎসমুদায় পরিচালন পূর্ব্বক চেষ্টা কর অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধ হইবে। আর ইহাও জানিবে জগতে কেহ কাহাকে প্রতিপালন করে না, জগতপাতাই জনগণের পালনকর্ত্তা, তাঁহার সঙ্কেতাভিপ্রায়ে অবগাহন করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করিলেই ক্ষণে ক্ষণে সুখ সম্পৎ লাভ হয়, অতএব তাহা না করিয়া স্বভাব দোষে কেন অভাবগ্রস্ত হইতেছ।" বিগত ধন হস্তগত হইলে ধনস্বামী যেমন সুখী হন, উপদেশ পাইয়া লক্ষ্মণ তদ্রূপ সন্তুষ্ট ও সুখী হইলেন আশার সঞ্চার হওয়াতে সাহস সবল হইয়া উৎসাহকে

বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সুতরাং ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থির হইলেন।

তদনন্তর ভৃত্যকর্ত্তৃক অপহৃত ধনের অন্বেষণ করণ কারণ তত্রত্য বিজয়পতি নামক ভূপতির সমীপে গমন করিয়া অভিযোগ করিলেন। রাজা আদ্যোপান্ত ভাবত বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া সহাস্য আস্তে কহিলেন, যাহার যথার্থ যে ধন তাহা কেহ অপহরণ করিতে পারে না, আমি বোধ করি তোমাদিগের সে ধন সদুপায় দ্বারা সঞ্চয় হয় নাই, একারণ অপচয় হইয়াছে। অতএব যে ধন তোমাকে ত্যাগ করিতেছে তুমি তাহার কেন অন্বেষণ করিতেছ, সে যাহা হউক তুমি অন্যায় অভিযোগ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমাকে নিরর্থক অত্যন্ত কষ্ট দিলে এবিষয় উদ্ভাবন করিতে আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হইয়াছে, একারণ তোমার শত মুদ্রা দণ্ড হইল ত্বরায় প্রদান করিয়া প্রস্থান কর। পরে লক্ষ্মণ কোন উত্তর না করায় রাজা ক্রোধ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আলয়াদি বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য আত্মসাৎ করিলেন।

লক্ষ্মণ সিংহ রাজার এইরূপ অসদ্বিচারাচার শ্রবণানবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দ লোচনে চাহিয়া রহিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন যদ্যপি চেষ্টা দ্বারা ইষ্ট সিদ্ধ হয় তবে আমি ইহার সমুচিত প্রতিকার

প্রদান করিব। পরে ঐ নির্দ্দয় দুর্ম্মতি নরপতিকে দুর্গতিসাগরে নিক্ষিপ্ত করিবার নিমিত্তে উপায় অন্বেষণ ও উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যেখানে যে রাজা বা বীর পুরুষকে প্রাপ্ত হন তাহাকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্রয় যাচ্ঞা করেন। কেহই আশ্রয় দান না করাতে পরিশেষে বিরক্ত হইয়া এক দিন স্থির করিলেন, আমি অদ্যাবধি ব্যাধের ব্যবসায় অবলম্বন করি, তাহা হইলে আপাতত দুই উপকার হইবে, প্রথম ভীষণ বিকটাকার গণ্ডারাদি পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাহস প্রাপ্ত হইব, দ্বিতীয় তাহাদিগে বধ করিতে পারিলে চর্ম্মাস্থি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় হইবে। মনের সহিত এই পরামর্শ স্থির করিয়া যাচ্ঞালব্ধ একখানি টঙ্কাস্ত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বন গমন করিলেন। তথায় প্রত্যহ শিকার প্রাপ্ত শশকাদির মাংসকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া অশন করাতে অল্প দিবসের মধ্যেই এরূপ বলবান ও পরাক্রমী হইলেন যে একটি শার্দ্দূল আসিয়া সহসা তাহাকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইত না। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ অকুতোভয়তা অবলোকন করিয়া বনবাসী অসভ্য মনুজগণ অত্যন্ত বশীভূত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে লোকবল অর্থবল এবং শারীরিক বলপ্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বিজয়

সিংহের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। রাজা এতৎ সংবাদ শ্রবণ মাত্র সসৈন্যে সমর সাধনোপযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের শিবির সন্দর্শন মাত্র অনতিবিলম্বেই উভয়দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, লক্ষ্মণ সিংহ স্বয়ং সিংহ সদৃশ পরাক্রমবিশিষ্ট বীরপুরুষ বটেন, কিন্তু সৈন্য সকল তাদৃশ সুশিক্ষিত না থাকায় প্রহরান্তেই সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। অধিকাংশ সৈন্য শমনভবন গমন করিল, অবশিষ্ট সব অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ভূতল আশ্রয় লইল।

লক্ষ্মণ এতাদৃশ আত্ম অবস্থা অবলোকন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হইলেন না। এবং স্বীয় সঙ্কল্পিত বিষয় নিষ্ফল হইল বলিয়া আপন মনোরথও পরিত্যাগ করিলেন না, তৎকালে কেবল সুযোগের অনুসন্ধানে রহিলেন। বলব্যূহের দুর্ব্বলতায় বুদ্ধি পরিচালিত হইল না, এই বলিয়া বারংবার আপনাকেই ধিক্কার করিতেছেন, এমত সময়ে রাজা উহাঁকে ধরিবার কারণ আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মণ হয়ারোহণ-পূর্ব্বক বনপথে পলায়ন পরায়ণ হইলেন রাজাও সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার পশ্চাত অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক বিস্তীর্ণ পর্ব্বতোপরি বটবৃক্ষ জটাতে ঘোটক বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন, পূর্ব্বদিগভাগে নদীকূলে এক জন রজক রাশিকৃত বস্ত্র লইয়া রাগযুক্ত করিতেছে, স্বকার্য্য সাধনার্থে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাহার সহিত বন্ধুতা করিলেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে পর্ব্বতের পশ্চিমভাগে রাজসৈন্যগণের কলরব শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি উভয়ে বস্ত্রাদি লইয়া অস্তেব্যস্তে পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইলেন, পরে দুইজনে পরামর্শ করিয়া প্রস্তর উত্তোলন-পূর্ব্বক স্তরে স্তরে চারিধারে প্রাচীরাকার কতিপয় পংক্তি স্থাপন করিয়া বুদ্ধিবলে এক অপূর্ব্ব ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এমত কৌশলে তাহার শীলা সকল স্থাপিত হইল, যে তাহার একখণ্ড খুলিয়া দিলে সমস্ত নিম্নদিগে এককালে পতিত হইতে পারে। তদুপরিও বৃহৎবৃহৎ তরুশাখায় শুক্লবস্ত্র সকল সুশৃঙ্খলারূপে সংলগ্ন করিয়া দেওয়ায় দূর হইতে বোধ হইল যেন জন সমূহ সসজ্জে সমবেত হইয়া স্থিতি করিতেছে। রাজা তদ্দৃষ্টে শতাধিক সুশিক্ষিত অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া পর্ব্বতোপরি ক্রমে ক্রমে উঠিতে আরম্ভ করিলেন, অর্দ্ধাধিক পথ অতি-

ক্রম করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এমত সময়ে লক্ষ্মণ সিংহ, সিংহদর্পে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অতিত্বরায় তুরঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া রচিত শীলা-প্রাচীর প্রতি সবলে আঘাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ অমনি স্তরভঙ্গ প্রস্তর সকল পতিত হইয়া তত্রত্যমৃত্তিকার উচ্চ নীচতায় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতিঘাতে ঊর্দ্ধাধ পথে উৎক্ষিপ্ত হওত অশ্রুত পূর্ব্ব অসম্ভব শব্দের সহিত বজ্র বেগে গমন করিল, অপর কি তাহাব গতিপথে হস্তী পতিত হইলে চূর্ণাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় মনুষ্য কি রূপে নিষ্কৃতি পাইবে, সুতরাং ধরণীস্বামী তদাঘাতে সমভিব্যাহারী সৈন্যের সহিত অবিলম্বে শমন ভবন গমন করিলেন ইত্যবসরে লক্ষ্মণ রজকের সহিত শিখরদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজশিবিরে প্রবেশ করিয়া নানা কৌশলক্রমে তত্রস্থিত সৈন্যগণকে আপন অধীনে আনিয়া রাজধানী গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্র পশ্চাতে শত শত শক্তিমান পুরুষ জয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে পরমানন্দে রাজবাটী প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এবং রজক বন্ধু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, এ নিমিত্ত তাহাকে বিপুল বিত্তদিয়া বিদায় করিলেন। লক্ষ্মণের সচ্চরিত্রতা সন্দর্শনে উক্ত জন পদ বাসী সমস্ত লোক সন্তুষ্ট

ছিলেন, এ কারণ তিনি সিংহাসনারোহণ করাতে কেহই অসুখী হইলেন না, এবং লক্ষ্মণও রাজা হইয়া প্রজা পুঞ্জকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যাদবের উক্তি।

এ কি বন্ধু, কতকগুলিন যুক্তি যুক্ত বাণী বিন্যাস করিলেই কি, তত্ত্ব নিরূপণ হইতে পারে, কখনই না, সে কেবল মূষিকের বাগাড়ম্বর দ্বারা মার্জ্জার বন্ধনের যুক্তির ন্যায় নিরর্থক কাল হরণ করা মাত্র, ভ্রমাত্মক যুক্তি দ্বারা কখন কি ভ্রম দূর হইতে পারে, এমত কুজ্ঝটিত দার্শনিক প্রাণীদিগের হুতাশনে কিঞ্চিৎ জল প্রক্ষেপ করিলে অগ্নি যে তাহার সমধিক বল বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু সেই জীবনকে অগ্নি বল বর্দ্ধক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, তদ্রূপ পরম্পরা প্রামাণিক যুক্ত যুক্ত্যনুক্রম প্রদর্শিত যথার্থ মতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকপোল কল্পিত আধুনিক মতাশ্রয় করা ন্যায়বাদির পক্ষে কোন ক্রমে শ্রেয়ঃ কল্প হইতে পারে না, দ্বিতীয়, তদীয় স্বমত সংস্থাপক বাক্য অত

শত দোষ দৃষ্ট হইতেছে, দেখ এই অবনী মণ্ডল নিবাসী মানব গণের মধ্যে কে না উদ্যোগ করিতেছে, কেহবা যাগ যজ্ঞ তপস্যা কেহবা অপরিসীম শ্রমসাধ্য কৃষিকর্ম্ম, কেহ বা বিপুল অর্থ সাধ্য বাণিজ্য ব্যবসায়, অথবা বুদ্ধি সাধ্য শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে একই প্রয়োজন অবধারণ হইবে। অর্থাৎ দুঃখ দূর হইয়া সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক ইহা সকলেরই বাসনা, এবং আপামর সাধারণ জনগণ কেবল প্রবল আশার দাসত্ব স্বীকার পুরঃসর উদ্যোগ অবলম্বন করিয়া কাল হরণ করিতেছে, তথাচ সকলের সমান অবস্থা কেন না হইতেছে, আর দেখ যদ্যপি উদ্যোগ, কারণ হইত, তবে সমকর্ম্মি মনুজগণের কর্ম্মজ অবস্থার কখনই তারতম্য হইত না, এক শিল্প কুশল কারিকর নির্ম্মিত সর্ব্বাবয়ব ও সর্ব্ব ব্যাপার সমসদৃশ সুদৃঢ়পোত সকল দুস্তর বারিরাশি পার হইবার কারণ প্রস্থাপিত করিয়া দিলে কেহ বা অকুল সমুদ্র মধ্যে জলসাৎ হইতেছে, কেহ বা কূল পাইয়া স্থলে আসিতেছে। আর এস্থানে ইহাও বিচার্য্য বটে যখন জননী জঠরে অবস্থিত ছিলে, তখন কি উদ্যোগ করিয়া দশমাস দশদিন যাপন করিয়াছ।

এবং তোমার জনক জননীই বা কি করিয়াছেন। তাঁহারা কি তখন তোমার ওষ্ঠাধর করশাখা দ্বারা ধারণ করিয়া সুমিষ্ট রস পান করাইয়াছেন। কি সুদৃশ্য চিত্রময় গাত্র মার্জ্জনি লইয়া অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিয়াছেন কি সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ জল দ্বারা তোমার শরীরস্থ ক্লেদ কলুষ ধৌত করিয়া দিয়াছেন, কিছুই করেন নাই, এবং জ্ঞান ও ছিল নাই, তবে কি রূপে সর্ব্বাঙ্গ সুদৃশ্য অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে। সুতরাং এই সকল স্থানে ঈশ্বরেচ্ছা স্বীকার করিতে হইলে, তিনি অপর পাতা অস্মদাদির পালন কর্ত্তা, ইহা অবশ্য বুদ্ধিমানের বুদ্ধি অনুমেয় বটে, তুমি যদি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান না মান, তবে আমিও ত্বদীয় বদন মণ্ডল স্থিত নয়ন যুগল মানিব না, যেহেতু তাহা তোমার প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নহে কেবল অনুমান সিদ্ধ। পরন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতেই যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এ অতি প্রসিদ্ধ ও সপ্রমাণ কথা তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের বড় প্রয়োজন রাখে না, সর্ব্বজনই প্রত্যক্ষানুভব করিতেছেন, আর ইদানীন্তনের মহানুভব আচার্য্যগণও এ কথা গ্রন্থন করিয়াছেন, যথা.

আত্ম ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে। ঈশ্বরের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে। অতএব আমাদের

চেষ্টায় কি হইতে পারে। আমি করি, আমি করিয়াছি, আমি করিব, আমার উদ্যোগ জন্য পরিশ্রম দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে। এ কেবল আত্ম অভিমান মাত্র। ভাল বন্ধু আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ ও নির্ধন হইবার নিমিত্ত কেহ উদ্যোগ করেনা, তবে জনগণ তাহা কেন হইতেছে। এ স্থানেও উদ্যোগ ভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন দেখা যাইতেছে। অতএব আমি উদ্যোগকে কারণ বলিতে পারি না, সেই পরাৎপর পরম পুরুষ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া রহিয়াছে। তথাচ উপাখ্যানচ্ছলে শান্তশীল রাজনন্দনের জীবন চরিত বর্ণন করি শ্রবণ কর।

বিদগ্ধ নগরে বিদ্যাপতি নামে এক জন বিবিধ গুণবিদগ্ধ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন তাঁহার শান্তশীল নামে এক সুশান্ত সন্তান ছিল তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহার বিষয় বৈভবের তুল্য দৃষ্টান্তস্থল অতি বিরল, অধিক কি বলিব তাঁহার গৃহে চপলা কমলা কখন চঞ্চলা হয়েন নাই, যেন তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া বিক্রীত ভাবে বন্দী

ক্রম ক্রমে ক্রমে তাবত দেশীয় রাজার শ্রবণ নয়ন পথের পথিক হইয়াছে, আমার যশঃ কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে জাজ্জল্যমান রূপে জয়যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমিও যদ্যাপি এতদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পার তবেই আমার নাম রক্ষা হইবে, তুমি সুশৃঙ্খলা মতে নির্ব্বাহ করিতে না পার তাহাও বল তাহা হইলে বিশেষ বন্দ ব্যবস্থা করিয়া যাই। পিতার এতাদৃশ অসদৃশ আত্মশ্লাঘা সংশ্লিষ্ঠ বচন শ্রবণানন্তর কুমার করযোড় করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, হে পিত! সে সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছাধীন আমি এক্ষণ আপনকার সমীপে কি রূপে বাক্য শ্রান্ত হইব, তবে যাহা আদেশ করিবেন তাহা সাধ্য মতে সম্পন্ন করিতে কায়বাঙ্মনে ক্রটি করিব না, এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি, নতুবা আমি এই রূপ করিব, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে অস্মদাদির কথা কি দেবরাজ ইন্দ্রও পারক নহেন, রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া মনমত উত্তর অপ্রাপ্তে অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিলেন, হা, তবে ঈশ্বর তোমাকে লালন পালন করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে রাজা করিবেন, এই বলিয়া পাত্র প্রতি অনুমতি করিলেন, এই অবাধ্য পুত্রকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, এই ক্ষণেই ইহাকে বিশেষ যন্ত্রণার সহিত রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও, এমত করিয়া পাঠাইবে যেন,

এক কপর্দ্দক মাত্র সঙ্গে সংস্থান না থাকে। এতৎ বচনা কর্ণন করিয়া, কুমারের অন্তরে ক্রোধোদয় হইল, তাহাকে সম্যক প্রকারে সাম্য করিবার মানসে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া কহিলেন পিত আপনি কি আমাকে দুরবস্থা গ্রস্থ করিতে পারেন, কখনই না, এ ভ্রম পরিত্যাগ করুন। তবে যদ্যাপি ইচ্ছাময়ের এই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আমি কোন প্রকারেই পরিত্রাণ পাইব না। তাঁহার ইচ্ছা অতি ক্রম করিতে কাহার সাধ্য। দেখুন মহারাজ, হিরণ্য কশিপু আপন পুত্র প্রহলাদকে বধ করিবার নিমিত্ত কিনা উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন, আহা না সেই নিষ্ঠুরের নাম করিতেও কষ্ট হয়। ঐ নির্দ্দয় নৃপতি প্রথম তাহার অর্দ্ধ অঙ্গ পৃথিবী মধ্যে প্রত্থিপ্ত করিয়া প্রখর কর করবালাদি অস্ত্রের আঘাৎ দ্বারা প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দেন, পরে মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিক্ষিপ্ত এবং তাঁহার শরীরকে ভস্মাবশেষ করিবার মানসে গগণসীমা স্পর্শাভিলাষী শিখা বিশিষ্ট প্রসার শিখীকুণ্ডে সমর্পণ করাইলেন। সেই সদাশয় মহোদয় প্রহলাদের অঙ্গ আলিঙ্গন প্রাপ্ত মাত্র বায়ু সখা শীতল ভাব অবলম্বন করিলেন, রাজার এইরূপ নব নব উদ্ভাবিত উপায় সকল ব্যর্থ হইলে, পরিশেষে পাদদ্বয় রজ্জুদ্বারা দৃঢবন্ধন করিয়া সিন্ধু মধ্যেও

নিক্ষিপ্ত করাইয়া ছিলেন, কোন ক্রমেই প্রহ্লাদের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে নাই।

এতৎ শ্রবণে ধরিত্রীপতি ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া ঘূর্ণিত নয়নে চতুর্দ্দিক অবেক্ষণ করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ, অমাত্য! তুমি আমার বৈতনিক ভৃত্য, ভৃত্য সকল স্বামীর আদেশ অতিক্রম করিলে বর্জ্জনীয় হয়, ইহা তুমি জান, মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইয়া ত্বরায় রাজাজ্ঞা সম্পন্ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন. ইত্যবসরে শান্তশীল রাজাজ্ঞা নিরপেক্ষ হইয়া এক জন সখাকে সঙ্কেত করত সহসা প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে একাকী বনগমন করিলেন, এক নিবিড় নির্জ্জন গহন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এমত সময়ে তিমিরারি তিরোধান হইলেন, অন্ধকার ক্রমে ক্রমে নয়নপথ অবরুদ্ধ করিল ভীষণ নৃশংস ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ আপন আপন নিনাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, একারণ গমন বিরাম করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, অমনি সময় পাইয়া নির্জ্জনপ্রিয়া চিন্তাকান্তা নিকটস্থ হইয়া, নৃপনন্দনকে অত্যন্ত অভিভূত করিল, ক্ষণকাল পরেই শান্তশীল ক্রোধ ও আশাকে দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া অগ্রে ঐ দুর্ব্বৃত্তা দয়িতার দমন করিয়া তাহাকে

দূর করিলেন। অনন্তর শুষ্ক পর্ণরাশি-দ্বারা শয্যা এবং বৃক্ষ শাখায় উপধান প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন, এমত সময়ে দ্বিরদদল আসিয়া বনকে আন্দোলন করিতে লাগিল। শুণ্ডদ্বারা বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন করাতে তাহার মড়মড় শব্দে প্রাণিগণের দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, শাখা পতনে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন প্রলয় করিবার জন্য পবন নির্জ্জনে এমত বল বৃদ্ধি করণ কৌশল শিক্ষা করিতেছেন। এই ভয়ানককালেও শান্তশীলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল না, তিনি ঈশ্বরকে শরীর রক্ষার ভার দিয়া সুপ্তাবস্থায় পতিত রহিলেন। ঐ দিবস ঐরাবতি নগরাধিপতি চিত্রসেন নগরাজের সহিত সমরক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

দেশের পূর্ব্বাবধি প্রথা আছে, রাজবাটির চারি দ্বারের চারি হস্তী একত্র হইয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক যাহাকে আনয়ন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইবে তিনিই রাজা হইবেন। চিত্রসেন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবা মাত্র তদনুসারে চারি হস্তী চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া আহার কারণ ঐবনে উপস্থিত হইয়া বনদলন করিতেছে। রাজনন্দন এক জন মানুষের প্রমুখাৎ

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এ আবার কি, জনশূন্য অরণ্যেও রাজকার্য্যের কথা, এইরূপ বলিয়া মনেমনে নানামত কল্পনা ও চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে করিগণ সম্মুখীন্ হইয়া দর্শন মাত্র হর্ষে কর প্রসারণ করিয়া রাজবাহন বারণের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইল, এবং ত্বরায় রাত্রি প্রভাত না হইতেই রাজপুরী প্রবেশ করিয়া শান্তশীলকে সিংহাসনে বসাইল, প্রভাত হইবা মাত্র রাজবন্ধুবান্ধব ও পুরোহিতগণ আসিয়া অভিষেক করিলেন, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠিল, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক প্রভৃতি ভৃত্যগণ আপন আপন ব্যাপারে নিযুক্ত হইল, নাগর নাগরীগণ রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিরানন্দকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার গুণ গৌরবের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈস্বরে বেদপাঠ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস এইরূপেই গত হয়, পরদিন প্রত্যূষে বিচারাসনে বসিয়াছেন এমত সময়ে সেনানায়ক আসিয়া কহিল, মহারাজ, আমরা যুদ্ধ করি নাই, অথচ অকস্মাৎ গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে প্রবল শত্রুর পতন হইয়াছে, তাঁহার বাহিনীগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, রাজমন্ত্রী শরণ গ্রহণ মানসে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, কি অনুমতি হয়,

রাজা আদেশ করিলেন সমাদরে লইয়া আইস তদনুসারে মন্ত্রী উপস্থিত হইয়া রাজার ঐশ্বর্য্য এবং বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণ সমূহ সন্দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া করদানে অঙ্গীকার করিলেন, এইরূপে অতি অল্প দিবস মধ্যেই উভয় রাজ্য প্রাপ্ত ও তাহাতে অদ্বিতীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। পরে আপন প্রিয় সখাকে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দে অতুল বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন, এবং দিন দিন তাঁহার অঙ্গকান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, একারণ বলিতেছি রাজনন্দন রাজা হইবার নিমিত্ত কিছুই আয়োজন করেন নাই, উঁহার জন্ম লগ্নও অতি মন্দ ছিল, আচার্য্যগণ গণনা করিয়াছিলেন, রাজকুমারকে কৌমারহর-কালাবধি কারাগারে থাকিতে হইবে এবং কৃশ ও চির রোগী হইবেন কিন্তু তাহা কিছুই হইল না।

এইরূপে নাদবের প্রস্তাব পরি সমাপ্ত হইলে গোবিন্দ তাহাতে দোষ প্রদর্শন করাতে কলহের প্রথম সূত্রপাত হইল, পরে মনোমধ্যে স্বমত সংস্থাপক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যুক্তি স্থির করিয়া সকলেই বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক এককালেই জল্পনা আরম্ভ করিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিবিলম্বেই বিষম বিবাদ

নিক্ষিপ্ত করাইয়া ছিলেন, কোন ক্রমেই প্রহ্লাদের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে নাই।

এতৎ শ্রবণে ধরিত্রীপতি ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া ঘূর্ণিত নয়নে চতুর্দ্দিক অবেক্ষণ করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ, অমাত্য! তুমি আমার বৈতনিক ভৃত্য, ভৃত্য সকল স্বামীর আদেশ অতিক্রম করিলে বর্জ্জনীয় হয়, ইহা তুমি জান, মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইয়া ত্বরায় রাজাজ্ঞা সম্পন্ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন. ইতাবসরে শান্তশীল রাজাজ্ঞা নিরপেক্ষ হইয়া এক জন সখাকে সঙ্কেত করত সহসা প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে একাকী বনগমন করিলেন, এক নিবিড় নির্জ্জন গহন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এমত সময়ে তিমিরারি তিরোধান হইলেন, অন্ধকার ক্রমে ক্রমে নয়নপথ অবরুদ্ধ করিল ভীষণ নৃশংস ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ আপন আপন নিনাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, একারণ গমন বিরাম করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, অমনি সময় পাইয়া নির্জ্জনপ্রিয়া চিন্তাকান্তা নিকটস্থ হইয়া, নৃপনন্দনকে অত্যন্ত অভিভূত করিল, ক্ষণকাল পরেই শান্তশীল ক্রোধ ও আশাকে দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া অগ্রে ঐ দুর্ব্বৃত্তা দয়িতার দমন করিয়া তাহাকে

দূর করিলেন। অনন্তর শুষ্ক পর্ণরাশি-দ্বারা শয্যা এবং বৃক্ষ শাখায় উপধান প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন, এমত সময়ে দ্বিরদদল আসিয়া বনকে আন্দোলন করিতে লাগিল। শুণ্ডদ্বারা বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন করাতে তাহার মড়মড় শব্দে প্রাণিগণের দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, শাখা পতনে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন প্রলয় করিবার জন্য পবন নির্জ্জনে প্রথম বল বৃদ্ধি করণ কৌশল শিক্ষা করিতেছেন। এই ভয়ানককালেও শান্তশীলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল না, তিনি ঈশ্বরকে শরীর রক্ষার ভার দিয়া সুপ্তাবস্থায় পতিত রহিলেন। ঐ দিবস ঐরাবতি নগরাধিপতি চিত্রসেন নগরাজের সহিত সমরক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

দেশের পূর্ব্বাবধি প্রথা আছে, রাজবাটির চারি দ্বারের চারি হস্তী একত্র হইয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক যাহাকে আনয়ন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইবে তিনিই রাজা হইবেন। চিত্রসেন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবা মাত্র তদনুসারে চারি হস্তী চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া আহার কারণ ঐবনে উপস্থিত হইয়া বনদলন করিতেছে। রাজনন্দন এক জন মাহুতের প্রমুখাৎ

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এ আবার কি, জনশূন্য অরণ্যেও রাজকার্য্যের কথা, এইরূপ বলিয়া মনেমনে নানামত কল্পনা ও চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে করিগণ সম্মুখীন্ হইয়া দর্শন মাত্র হর্ষে কর প্রসারণ করিয়া রাজবাহন বারণের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইল, এবং ত্বরায় রাত্র প্রভাত না হইতেই রাজপুরী প্রবেশ করিয়া শান্তশীলকে সিংহাসনে বসাইল, প্রভাত হইবা মাত্র রাজবন্ধুবান্ধব ও পুরোহিতগণ আসিয়া অভিষেক করিলেন, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠিল, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক প্রভৃতি ভৃত্যগণ আপন আপন ব্যাপারে নিযুক্ত হইল, নাগর নাগরীগণ রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিরানন্দকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার গুণ গৌরবের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈস্বরে বেদপাঠ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস এইরূপেই গত হয়, পরদিন প্রত্যূষে বিচারাসনে বসিয়াছেন এমত সময়ে সেনানায়ক আসিয়া কহিল, মহারাজ, আমরা যুদ্ধ করি নাই, অথচ অকস্মাৎ গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে প্রবল শত্রুর পতন হইয়াছে, তাঁহার বাহিনীগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, রাজমন্ত্রী শরণ গ্রহণ মানসে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, কি অনুমতি হয়,

রাজা আদেশ করিলেন সমাদরে লইয়া আইস তদনুসারে মন্ত্রী উপস্থিত হইয়া রাজার ঐশ্বর্য্য এবং বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণ সমূহ সন্দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া করদানে অঙ্গীকার করিলেন, এইরূপে অতি অল্প দিবস মধ্যেই উভয় রাজ্য প্রাপ্ত ও তাহাতে অদ্বিতীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। পরে আপন প্রিয় সখাকে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দে অতুল বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন, এবং দিন দিন তাঁহার অঙ্গকান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, একারণ বলিতেছি রাজনন্দন রাজা হই-বার নিমিত্ত কিছুই আয়োজন করেন নাই, উহাঁর জন্ম লগ্নে কোন মন্দ ছিল, আচার্য্যগণ গণনা করিয়াছিলেন, রাজকুমারকে কৌমারত্ব-কালাবধি কারাগারে থাকিতে হইবে এবং কৃশ ও চিররোগী হইবেন কিন্তু তাহা কিছুই হইল না।

এইরূপে সাদরের প্রস্তাব পরি সমাপ্ত হইলে গোবিন্দ তাহাতে দোষ প্রদর্শন করাতে কলহের প্রথম সূত্রপাত হইল, পরে মনোমধ্যে স্বমত সংস্থাপক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যুক্তি স্থির করিয়া সকলেই বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক এককালেই জল্পনা আরম্ভ করিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিবিলম্বেই বিষম বিবাদ

উপস্থিত হইল, আর কেহ আপন মত পরি-
ত্যাগ করিলেন না, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই
যথার্থ, পরস্পর সকলেরই অন্তরে সম্যকরূপে এই
সংস্কার সংস্থাপন হইল। অনন্তর যাদব বিচ্ছেদের
ভয়ে বিনয়বাক্যে কহিলেন, দেখ বন্ধুগণ, পরস্পর
জয়ী হইবার চেষ্টায় বৃথা বাক্য ব্যয় করা উচিত নয়,
আমরা যে বিষয় অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়াছি একপে
তাহাতে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না,
সুতরাং সকলকেই হতাশ হইতে হইবে, অতএব
আইস পরামর্শ স্থির করিয়া উপদেশাধার মহানু-
ভব আচার্য্যগণের অন্বেষণ করি, অথবা চল যোগী
মহাপুরুষগণের নিকট গমন করি। তাঁহারা যোগ-
বলে ত্রিকালজ্ঞ হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে যোগাসনে উপ-
বেশন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের উপাসনা করিতেছেন,
তাঁহাদের অবিদিত কিছুই নাই অবশ্যই তাঁহারা
এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। এতৎ
শ্রবণে সকলে এই পরামর্শই সৎপরামর্শ হইয়াছে
ঠিক বলিয়া অন্বেষণে বিন্ধ্যাচলের চতুর্দ্দিক পর্য্যটন
করিতে এবং ইতস্ততঃ [illegible] হইতে যাইতে দেখিলেন
অশোক বৃক্ষতলে [illegible] ন্যায় তেজঃপুঞ্জ
সংযতেন্দ্রিয় প্রশান্তমূর্ত্তি এক জন মনুষ্য দিগম্বরবেশে
পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া নাসাগ্র নিরীক্ষণ করি-

বাক্যতা দ্বারা মোহিত হইয়া জানিতে পারি না। কেহ আত্মার সুখ দুঃখ কারণ আত্মাকেই কহে, কেহ দৈবকে কহে, কেহ কর্ম্মকে কহে, কেহ স্বভাবকে কহে, অপর কেহ অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় হইতে সুখ দুঃখাদি হয় ইহা নিশ্চয় করে, বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি পরম কারণ পদার্থেরই ধর্ম্ম বিশেষ ঘটিত নাম ভেদ মাত্র জানিবা। যথা।

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥

ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে নারদ পৃথিব্যাদি দ্রব্য ও শুভাশুভ কর্ম্ম ও কাল এবং স্বভাব ও জীব এই সকল পরম কারণ বাসুদেব হইতে বস্তু বিচারে ভিন্ন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। দেখুন জগতে যে কোন ঘটনা হয় তাহারি প্রতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কারণকে কাল বশতঃ, কিম্বা অদৃষ্ট বশতঃ অথবা ঈশ্বরেচ্ছা বশতঃ ইত্যাদি যে কোন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, ইহাতে জানা যায় এক কারণ পদার্থকে সকলেই নির্দ্দেশ করে, কোন একটি ক্ষেত্রে অম্রাদি কোন বৃক্ষের চারা উৎপন্ন দেখিয়া মানিতে হইবে যে অবশ্য এই ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইয়াছিল ও ইহাও মানিতে হইবে যে বীজ রোপণ মাত্রেই অঙ্কুর

হয় নাই যথোচিত কাল বিলম্ব হইয়াছে। অপর ইহাও মানিতে হইবে যে মধ্যে কোন ব্যাঘাতকারি বিঘ্ন জন্মে নাই, এই বীজ রোপণ ও কালবিলম্ব ও বিঘ্নাভাব এই সমস্ত এক অঙ্কুর জন্মের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। তথাপি ভেদ বর্ণনানুরাগী, ন্যায়দর্শন ব্যবসায়ি পণ্ডিতেরা ঐ সকল পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সমুদায়ের সহকারে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা কহেন এক কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয় না কারণ কলাপ অর্থাৎ বহু কারণ সংঘটনে কার্য্যোৎপত্তি হয়; যেমন এক মাত্র দণ্ড কিম্বা চক্র কিম্বা মৃত্তিকা কিম্বা কুম্ভকার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু দণ্ড চক্র মৃত্তিকা কুম্ভকার এই সকলের সমাযোগে ঘটের জন্ম হয়, সেই প্রকার মনুষ্যের সুখ দুঃখ ঘটনার প্রতি কারণ ঈশ্বরেচ্ছার অধীন অদৃষ্ট, ও অদৃষ্টের উদ্বোধক গ্রহোপলক্ষিত কাল, ও পুরুষ প্রযত্ন এই সকলের মিলনকেই জানিবা। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলিতে কহিয়াছেন।

একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন।

এক কারণ হইতে ক্রমানুযায়ি কার্য্য জন্মিতে পারে না ও একপ্রকার কারণ হইতে বিচিত্র কার্য্য হইতে পারে না, অতএব কার্য্যের প্রতি অদৃষ্টাদি

নানা পদার্থের সহকারি কারণতা মানিতে হইবে ইত্যাদি।

এক্ষণে সারোদ্ধার সিদ্ধান্ত সূচনা দ্বারা এবিচারের উপসংহার করিতেছি, ঈশ্বরেচ্ছাকে সর্ব্ব প্রধান স্বীকার করিয়া তদীয় নিয়ম রূপ যথা বিহিত উদ্যোগে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যেহেতুক কারণ দুই প্রকার, এক অদৃষ্ট কারণ, অপর দৃষ্টকারণ তন্মধ্যে উদ্যোগই দৃষ্ট কারণ জানিবে, তথাচ কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে ঈশ্বরেচ্ছা প্রাধান্য স্বীকার করিলে হর্ষ বিষাদ রহিত হইয়া যোগ লাভ করিবে।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব হইবা যেহেতুক সমতাই যোগ।

যাদব। মহাশয়! আপনকার কথিত বচন তাৎপর্য্যতেই আমাদের এতদ্বিষয়-জনিত মনমালিন্য নিরাকরণ হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে শত শত সংশয় উপস্থিত হইতেছে

নিবেদন করি, কৃপাবলোকন পূর্ব্বক তাহা দূর করিতে আজ্ঞা হউক।

সাধুপুরুষ। তোমরা এক একজনে এক একটি প্রশ্ন কর, আমি তাহার উত্তর বচনের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি।